بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ মার্চ, ২০২৫ মোতাবেক ২১ আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আগামী পরশু হলো ২৩ মার্চ। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ২৩ মার্চের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ আহমদীয়া জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ আরম্ভের মাধ্যমে জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব ঠিক আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ছিল। সে সময় ইসলামের নৌকা বড়ই দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। যদিও এখনও ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা অবর্ণনীয়, বরং রাজনৈতিক ও পার্থিব দিক থেকেও খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। যদিও অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সম্পদে পরিপূর্ণ, তাদের কাছে তেলের সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বয়আত নিয়েছিলেন, তখন ইসলামের যে অবস্থা ছিল তা দেখে তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতো। তাঁর হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল। অন্য ধর্মগুলোর পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর অবিরাম আক্রমণ হচ্ছিল, বিশেষত খ্রিষ্টধর্মের পক্ষ থেকে, কিন্তু এর কোনো জবাব দেবার লোক ছিল না। মুসলিম আলেমরাও সে সময় ভীত থাকতেন, এমনকি অবস্থা এমন হয়েছিল যে, বহু মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় খ্রিষ্টধর্মের কোলে আশ্রয় নিচ্ছিল।

মুসলমানদের যখন এই অবস্থা ছিল এবং ইসলামের ওপর এভাবে আক্রমণ হচ্ছিল, তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ছিলেন সেই সত্তা যিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে দণ্ডায়মান হন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য একজন 'জারীউল্লাহ্' [তথা 'আল্লাহ্র বীর'] হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করেন। তিনি (আ.) সকল ধর্ম, যা সে সময় ভারতে বিদ্যমান ছিল– আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, খ্রিষ্টধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম বা নাস্তিক লোক যারাই তখন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছিল, তাদের জবাবে তিনি (আ.) বয়আত নেবার পূর্বেই সেই বেদনার কারণে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, বরং বেশ কিছু পুস্তক লিখেছিলেন যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামে পরিচিত এবং বেশ বিখ্যাত। প্রারম্ভে এর চারটি খণ্ড ছিল এবং এই যে চারটি খণ্ড তিনি লিখেছিলেন, তাতে তিনি শত্রুদের ও ইসলাম বিরোধীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত এই পুস্তকগুলির প্রথম অংশ ১৮৮০ সালে, এরপর ১৮৮২ সালে এবং তারপর ১৮৮৪ সালে লেখা হয়েছিল। আর এতে তিনি কুরআন করীমের ঐশ্বরিক বাণী হওয়া ও অতুলনীয় গ্রন্থ হওয়া এবং মহানবী (সা.)-এর সত্য ও চূড়ান্ত নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছিলেন। আর একইসাথে তিনি এটিও বলেছিলেন যে, যে-সব প্রমাণ আমি উপস্থাপন করছি, যে ব্যক্তি সেসব প্রমাণের খণ্ডন করতে চায়, তার জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ। এমনকি তিনি এতটা পর্যন্ত বলেছিলেন যে, সেগুলোর তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশেরও যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, যে-সব প্রমাণ আমি

উপস্থাপন করেছি সেগুলো খণ্ডন করার জন্য, তাহলে আমি দশ হাজার রুপি পুরস্কার দেব, যা সে সময়ে একটি বিশাল অঙ্ক ছিল।

যাহোক, যখন তিনি এই ঘোষণা করেন এবং এভাবে উক্ত পুস্তকগুলো প্রকাশ করেন, তখন মুসলমানরা কিছুটা সাহস পায় যে, হ্যাঁ, ইসলাম একটি শক্তিশালী ধর্ম এবং চূড়ান্ত ধর্ম, আর আমাদের চিন্তিত হবার বা লোকদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আর সে সময় লোকেরা, এমনকি সে সময়ের আলেমরাও তাঁর খুব প্রশংসা করেছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামের এই সেবার কারণে কিছু লোক তাঁকে এটাও বলেছিল যে, আপনি আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পান নি, তাই তিনি সে সময় বয়আত নেন নি। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ যখন আসে, তখন তিনি বয়আত গ্রহণ করেন আর এভাবে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সূচনা হয়। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ-ও বলেছিলেন যে, এটাও ঘোষণা করে দাও যে, 'তুমিই মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী'।

যাহোক, এর পূর্বে, অর্থাৎ বয়আতের পূর্বে তিনি ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে তবলীগ নামে একটি ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন, আমি এখানে আরেকটি বার্তাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সাধারণভাবে এবং আমার মুসলিম ভাইদের প্রতি বিশেষভাবে পৌঁছাচ্ছি যে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা সত্যান্বেষী, তারা সত্য, ঈমান ও সত্য ঈমানী পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসার রহস্য শিখতে এবং অপবিত্রতা, অলসতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ জীবন ত্যাগ করতে আমার কাছে যেন বয়আত করে। সুতরাং যারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা হলেও এই শক্তি রাখে, তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন আমার কাছে আসে, কারণ আমি তাদের সমব্যাথী হব এবং তাদের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করব। আর আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া ও আমার অভিনিবেশের মাধ্যমে তাদের জন্য বরকত দেবেন, তবে শর্ত হলো তারা যাতে ঐশ্বরিক শর্তাবলি মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুত থাকে। এটি ঐশ্বরিক নির্দেশ যা আজ আমি পৌঁছে দিয়েছি। এ বিষয়ে আরবী এলহাম হলো,

إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ, তুমি যখন এই সেবার জন্য সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো এবং আমাদের চোখের সামনে ও আমাদের ওহী অনুসারে এই নৌকা তৈরি করো। যারা তোমার কাছে বয়আত করবে, তারা তোমার কাছে নয় বরং আল্লাহ্‌র কাছে বয়আত করবে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর থাকবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনও দেখিয়েছেন, পার্থিব এবং ঐশী উভয়ই, যার মাঝে ঐশী নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি ছিল চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শন, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, এটি আমার মাহদীর আগমনের বিশেষ নিদর্শন, যা রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ঘটবে এবং যা ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে ঘটেছিল। আর অনেক নেক প্রকৃতির লোক এই নিদর্শন দেখে তাঁকে গ্রহণ করেছিল।

প্রসঙ্গত, এখানে এটাও উল্লেখ করছি যে, এই রমজানেও চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আর সূর্যগ্রহণ ঘটবে এবং একই তারিখে ঘটবে, আর ভবিষ্যতেও হতে পারে যে, এটি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু যে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ঘটেছিল এবং তাঁর দাবির পরে ঘটেছিল, তার নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে একটি ফুরকান ও নিদর্শন চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়েছিলেন।

কিছু আহমদিও এই দিনগুলোতে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটছে, তাকে নিদর্শন বলছেন, এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যাহোক, যদি নিদর্শন মনে করতে হয়, তবে এটি সেই একই ধারাবাহিকতা যা এখনও চলমান রয়েছে, যার দাবি এক শত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, তাঁর (আ.) সময়ের গ্রহণ পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ঘটেছিল, আর এই বছর ঘটতে যাওয়া গ্রহণ মূলত পশ্চিম গোলার্ধে ঘটছে। তাই আমরা এই সময়ের গ্রহণকে সে সময়ের গ্রহণের সমান গুরুত্ব অবশ্যই দিতে পারি না, এবং এটি ঘটছেও ছোট আকারে, অর্থাৎ সূর্যের পঁচিশ-ত্রিশ শতাংশ আচ্ছাদিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ে পঁচাত্তর থেকে একশ শতাংশ পর্যন্ত এই গ্রহণ ঘটেছিল। বরং যখন এটি শুরু হয়েছিল, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যখন দেখানো হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তো দেখে নিয়েছি, কিন্তু বিরোধীরা এটা দেখে কোনো প্রভাব নেবে না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে তা বাড়তে শুরু করে এবং সূর্যগ্রহণ ঘটে। যাহোক, প্রসঙ্গত আমি এটা উল্লেখ করে দিলাম।

তিনি (আ.) ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি **'তকমিলে তবলীগ'** নামে বয়আতের দশটি শর্ত সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যেমনটি আমরা জানি, আহমদীয়া জামা'তের বয়আতের দশটি শর্ত রয়েছে। একজন আহমদী হতে হলে এগুলো পালন করা এবং মনেপ্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। যাতে তিনি (আ.) এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমৃত্যু শির্ক থেকে বিরত থাকবো। বয়আত গ্রহণকারীকে একথা বলেছেন, তিনি যেন এই প্রতিজ্ঞা করেন- **মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করবো। মানব প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন– এর কাছে পরাভূত হব না।** (উত্তেজনা যতই হোক না কেন)। এরপর তিনি এটিও বলেছেন, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবো। আর আল্লাহ্ ও মহানবীর আদেশ অনুযায়ী তা সাধ্যমতো সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করব। তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করব। পাপাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। এস্তেগফার করব। প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মানবজাতিকে কথায় বা কাজে অন্যায় কোনো কষ্ট দিবো না। আর সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখব এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকবো। এছাড়া পবিত্র কুরআনের অনুশাসন শিরোধার্য করব (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবো) আর সেগুলো অনুসন্ধান করে তা মেনে চলব। আর যে-সব বিষয় আল্লাহ্ বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকব। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চলাই আমার কর্মপন্থা হবে। এরপর রয়েছে- নম্রতা, বিনয়, অনাড়ম্বরতা এবং সহিষ্ণুতা পন্থা অবলম্বন করবো আর অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে বিরত থাকব। অধিকন্তু ধর্মের সম্মান ও সহানুভূতিকে নিজের প্রাণ ও সম্পদ থেকেও অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করব। নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানবজাতির সর্বদা উপকার সাধনের চেষ্টা করবো। এছাড়া মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখবো। আর তাঁর সকল মা'রূফ (তথা ন্যায়সংত) কথা মেনে চলবো। (অর্থাৎ, তিনি শরীয়ত সম্মত যে আদেশই দিবেন; যদিও তিনি শরীয়ত বহির্ভূত কোনো আদেশ দিতেই পারেন না,) সেগুলো সর্বদা মেনে চলবো। কেননা, তিনি তো এসেছেনই মহানবী (সা.)-এর ধর্মের প্রচার প্রসারের

জন্য। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবো, জাগতিক কোনো সম্পর্কের মাঝে যার জুড়ি মেলা ভার।

অতএব, এগুলো হলো বয়আতের শর্তাবলির সারমর্ম, যা আমি এখন বর্ণনা করলাম। আর এই শর্তে অনেক নিষ্ঠাবান মানুষ বয়আত করেছেন আর আজ পর্যন্ত আমরা এসব শর্তেই বয়আত করছি। আমি যা এখন বর্ণনা করেছি, আমাদের ভেবে দেখা উচিত, আমরা এসব বিষয় পালন করছি কী? এটি স্মারক (বাণী)। এ কারণেই আল্লাহর কৃপায় আহমদীয়া জামা'তে নিষ্ঠাবানদের একটি বিশাল সংখ্যা রয়েছে যারা এর ওপরে আমলও করেন এবং সর্বদা প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান ত্যাগের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে। আর তারা এ বিষয়ে সদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন যে, আমরা ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠা করবো, ইসলামের বাণী পৃথিবীময় পৌঁছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করবো আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বলেছেন, সেভাবেই আমরা ইসলামের তবলীগের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবো। এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাও পরম মার্গে উপনীত করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার যে অবস্থা ছিল তার চিত্র তাঁর একটি উদ্ধৃতিতে এভাবে পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি সব সময় বড়ো আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.), তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম, তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর সুউচ্চ মাকামের সীমা কল্পনা করা যায় না, তাঁর পবিত্র প্রভাব অনুমান করা মানবের সাধ্যের বাইরে। বড়োই পরিতাপের বিষয়, যেভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে তাঁর মর্যাদাকে মূল্যায়ন করা হয় নি। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস– পৃথিবীতে যার বিলুপ্তি ঘটেছিল, তিনিই সেই অনন্য বীর যিনি তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরম ভালোবাসা গড়ে তোলেন আর সৃষ্টির সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়। তাই যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন সেই খোদা তা'লা তাঁকে সকল নবী আর পূর্বাপর সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন আর তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেন। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর আশিস অস্বীকার করে কোনো আশিস লাভের দাবি করে সে মানুষ নয়, বরং শয়তানের বংশধর** {অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর আশিস ব্যতীত অন্য কোনো পুণ্যের দাবি করে।) **কেননা, সকল কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।' (হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৫-১১৬)**

আর এভাবে তিনি অসংখ্য স্থানে মহানবী (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'সেই ব্যক্তি যিনি আপন সত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাজকর্মের মাধ্যমে, নিজের আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তির স্রোতস্বিনী নদীর মাধ্যমে জ্ঞান-কর্ম, সত্যবাদিতা ও অবিচলতার পূর্ণ নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, অতঃপর পরিপূর্ণ মানব আখ্যায়িত হয়েছে। সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং কামেল নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রিকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায়, সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যেমনটি পৃথিবী সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযিল করো নি। (ইতমামুল হুজ্জত, পৃঃ ২৮)**

কাজেই এগুলো সেই বিষয়, এটি সেই রসূলপ্রেম ছিল, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়ে আবির্ভূত করেছেন, অর্থাৎ ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এখন কেবল তিনিই স্বীয় ভূমিকা পালন করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, এখন এই রসূলপ্রেম ও ভালোবাসার কল্যাণে আমি তোমাকে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর মর্যাদায়ও ভূষিত করছি আর তুমি এর ঘোষণাও করে দাও। আর এই শেষ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের যে প্রতিশ্রুতি ছিল– আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, আমি এটি পূর্ণ করছি আর তোমার স্কন্ধে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি। অতএব, এই দায়িত্ব নিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি (আ.) জামা'তকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, **তোমরা যেহেতু আমার হাতে বয়আত করেছ তাই একথাও স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মসীহ্ মওউদের সাথে সাহাবীদের মতো মানুষ থাকবেন**। অতএব, এটি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার বাণী তাই যারা আমার হাতে বয়আত করেছে, যারা এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমরা মহানবী (সা.) এবং ইসলামের নাম সমুজ্জ্বল করবো, ইসলামের মুখ উজ্জ্বল করবো, ইসলামের প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তি পৌঁছাবো– তাহলে আমাদেরকেও সেই সাহাবীদের রঙ (বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) অবলম্বন করতে হবে। তিনি (আ.) এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে একস্থানে বলেন,

'আমাদের হাদীয়ে কামেল তথা পূর্ণতম পথের দিশারী {মহানবী (সা.)-এর} সাহাবীরা তাদের খোদা ও রসূলের জন্য কতই না আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন! দেশান্তরিত হয়েছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন– তথাপি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে অবিচল থেকেছেন। অতএব, এমন কোন্ বিষয় ছিল যা তাদেরকে এমন নিবেদিতপ্রাণে পরিণত করেছিল? তা ছিল নিখাদ খোদাপ্রেমের স্পৃহা, যার রশ্মি তাদের হৃদয়ে পড়েছিল। তাই যে নবীর সাথেই মহানবী (সা.)-এর তুলনা করা হোক না কেন তাঁর (সা.) আনীত শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, নিজের অনুসারীদের জগতবিমুখ করে দেয়া, বীরদর্পে সত্যের জন্য রক্ত বইয়ে দেবার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।'

এটি তাদের প্রদর্শিত বিশ্বস্ততার এমন এক উচ্ছ্বাস, আমরা কোথাও এর তুলনা খুঁজে পাই না। তিনি (আ.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মোকাম বা মর্যাদা আর তাদের মাঝে পারস্পরিক যে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল তার চিত্র পবিত্র কুরআন দুটি বাক্যে বর্ণনা করেছে,

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ (সূরা আনফাল: ৬৪)

অর্থাৎ, তাদের হৃদয়ে যে প্রীতি রয়েছে, স্বর্ণের পাহাড় দেওয়া হলেও আদৌ তা সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে এই যে ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করেছেন, তোমরা অঢেল সম্পদ ব্যয় করলেও সেই ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না।

এই ভালোবাসা ও প্রেম যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে তবুও সেই ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্ট ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি। কেননা তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল। তারা মহানবী (সা.) ও ইসলামের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেন, এখন আরেকটি জামা'ত মসীহ মওউদের যাদের নিজেদের মাঝে সাহাবাদের রঙ সৃষ্টি করতে হবে।

সুতরাং তিনি এই নমুনা আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদি মসীহ মওউদের বয়আত করে থাকি তাহলে মসীহ মওউদ (আ.) তো মহানবী (সা.) এর মিশনকে পূরণ করার জন্য আগমন করার কথা। এজন্য তিনি (আ.) বলেছেন, এই জামা'তকে সাহাবাদের রং ধারণ করতে হবে। সাহাবাদের তো সেই পবিত্র জামা'ত ছিল পবিত্র কুরআনের অজস্র স্থানে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আপনারা কি তেমন লোক? আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমরা কি এমন? তিনি (আ.) বলেন, যখন খোদা বলেন, মসীহ'র সাথে সেসব লোক থাকবে যারা সাহাবাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে। সাহাবারা তো তারা ছিলেন যারা নিজেদের সম্পদ, নিজেদের দেশ, আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়েছেন। তারা সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ঘটনা অধিকাংশই শুনে থাকবে; একবার যখন খোদার পথে সম্পদ দেওয়ার নির্দেশ হলো, ঘরের সবকিছু নিয়ে আসলেন। যখন রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন যে ঘরে কী রেখে এসেছেন? তখন বললেন, খোদা ও তাঁর রসূলকে ঘরে রেখে এসেছি।

সুতরাং এটি ছিল সেই স্পৃহা যা তারা প্রদর্শন করেছেন যার একটি নমুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর জীবনে দেখা যায়। তিনি (আ.) বলেন, ধরে নাও তারা তো খোদার পথে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের জন্য তো এটিই লেখা হয়েছে। বাহ্যত শহীদ না হন, রক্ত না দিন কিন্তু যে কুরবানী সমূহ ছিল সেটি শাহাদাতের মর্যাদা প্রদানকারী ছিল। এটাই লেখা ছিল তরবারির নিচে জান্নাত। তারা সর্বদা তরবারির নিচে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য তো এতটা কঠোরতা ছিল না, কেননা আমাদের জন্য ইয়াযাউল হারব এসেছে। অর্থাৎ মাহদীর যুগে যুদ্ধ হবে না। সুতরাং আমাদের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লা সামান্য কুরবানীর সুযোগ দিয়েছেন। এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া উচিত। এর জন্য নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় কুরবানী করার যে অঙ্গীকার করেছি সেটাকে পূর্ণ করতে হবে। বয়আত করার অঙ্গীকারে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছি; কেননা তিনি মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধি। সেজন্য এর বহিঃপ্রকাশ করা ও আমল করা উচিত।

তিনি জামা'তকে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, যদি আমার বয়আত করে থাকো তাহলে বয়আতের অধিকার আদায়ের জন্য এগুলো আমি প্রত্যাশা করি। কী প্রত্যাশা করেন? তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পাঠ কর কিন্তু গল্প হিসেবে নয়। বয়আতের অধিকার যদি আদায় করতে হয় তাহলে প্রথম শর্ত হলো পবিত্র কুরআন পাঠ কর, কিন্তু গল্প হিসেবে নয়, কাহিনি হিসেবে নয়। সেটি বুঝে পড়। গত খুতবায় আমি পবিত্র কুরআন পড়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। মহানবী (সা.) এর নির্দেশ সমূহ বর্ণনা করেছিলাম। এর বিস্তারিত , একস্থানে তিনি লোকদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, দেখ লোকেরা কতটা সুর দিয়ে উত্তমরূপে কুরআন পড়ে। কিন্তু সেটি তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। খুব ভালো তিলাওয়াত কিন্তু বুঝার যে বিষয়টি সেটি তাদের মাঝে নেই। পড়েছে খুব ভালো কিন্তু অর্থ জানে না। গলা দিয়ে সুন্দর আওয়াজ বের করে কিন্তু অর্থ জানে না। এজন্য বলেছেন, পবিত্র কুরআনের অপর নাম 'যিকর'। সেই সূচনালগ্ন থেকে মানুষের মাঝে সুপ্ত ও ভুলে যাওয়া সত্য বিষয় ও অর্ন্তনিহিত প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণ করানোর জন্য এসেছে। সত্য বিষয়সমূহকে স্মরণ করানোর জন্য কুরআন প্রতিটি যুগে এসেছে, ঐ যুগেও এবং এবং এ যুগেও। আল্লাহ তা'লার দৃঢ় অঙ্গীকারানুযায়ী এ যুগেও আকাশ হতে একজন শিক্ষক এসেছেন। কারণ (আল্লাহ তা'লার দৃঢ় অঙ্গীকার) ইন্না লাহু লাহাফেযুন। আল্লাহ তা'লা

নিজেই বলেন, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজরঃ ৯) অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী। এবং وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা জুমুআঃ ৪) [অর্থাৎ এবং (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্য লোকের মধ্যেও] এর সত্যায়নস্থল। তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি পুনরায় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ফিরে আসছি যেখানে তিনি (সা.) এই যুগের সম্বন্ধেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, লোকেরা কুরআন তো পড়বে কিন্তু তা হলকের (কণ্ঠনালীর) নিচে যাবে না।" তিনি (আ.) বলেন, আমার বিরূদ্ধবাদীরা, কেবল তারাই নয়,বরং যারা আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকারকে অবজ্ঞা করেছে এবং তারাও যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেছে ও রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তারা এ দাবী করে যে, আমরা কুরআন জানি। কিন্তু তারা এর উপর আমল করে না। তিনি (আ.) বলেন, পরিতাপের বিষয় হলো, কেউ উপদেশদাতা সহানুভূতিশীল হয়ে তাদেরকে বুঝাতে চাইলে তারা বুঝতে চেষ্টা করে না। উপদেশদাতা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল যদি কেউ বুঝাতে চায় তাহলে শুনতেও চায় না। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে তোমরা যদি বুঝার চেষ্টা করতে না চাও তবে তার কথা শুনতে তো পারো। বিনা কারণে বিরোধিতা কর না। তিনি (আ.) বলেন, তারা কেন শুনবে। এটা তো তাদের অক্ষমতা যে তারা শুনতেও পারে না। কেননা শুনার জন্য তো কানের প্রয়োজন। তাদের শুনার শক্তি ও কানও থাকলে পরেই তারা শুনতে পারবে। ধৈর্য ও ভালো চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কাজ নিন। আল্লাহ তা'লা তো বলেন, ধৈর্য ধর এবং ভালো চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু তারা তো এ দ্বারা উপকৃত হতে চায় না। তারা কেবল বিরোধিতা করতে চায়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা যদি পৃথিবীর প্রতি তাঁর আশীষের দৃষ্টি না দিতেন তবে ইসলাম ধর্মও অন্যান্য ধর্মের মতো মৃত ও কিস্‌সা কাহিনি বলে মনে হতো। তিনি (আ.) বলেন, কোন মৃত ধর্ম কাউকে জীবন দিতে পারে না। তবে এ সময়ে ইসলাম জীবিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা কোন কাজ উপকরণ ছাড়া করেন না এটি তাঁর রীতি। তবে এ বিষয়টি পৃথক যে, সেসব উপকরণ দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উপকরণ অবশ্যই হয়ে থাকে। এভাবেই আকাশ হতে জ্যোতিসমূহ অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীতে পৌঁছে তা উপকরণের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে যে নূর অবতীর্ণ হয় তা বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন মাধ্যমরূপে প্রকাশিত হয় আর তা সে কাজের জন্য উপকরণ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা যখন মহানবী (সা.) এর যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পথভ্রষ্টতায় নিপতিত দেখলেন এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে অজ্ঞতা ও অন্ধকারের কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, সে সময়ে সেই অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য এবং অজ্ঞতাকে, হেদায়েত ও সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার জন্য এক দীপ্তিমান সূর্য ফারান পর্বতের চূড়ায় জ্যেতির্ময় হয়, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন। তিনি (আ.) বলেন, আমি এ যুগে এ জন্য আবির্ভূত হয়েছি, সেই জ্যোতি যা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা এক যুগ অতিবাহিত হবার কারণে এবং আলেমদের, লোকদের এবং মুসলমানদের আমল সেটিকে দীপ্তিহীন করতে চেষ্টা করেছে। এটি কখনো দীপ্তিহীন হয় নাই। হ্যাঁ! চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। আল্লাহ তা'লা আমাকে এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমি পৃথিবীবাসীকে বলি, এই জ্যোতি তো এখনো দীপ্তিমান। এটিকে কীভাবে দেখবে? তা দেখতে হলে আমার চোখ দিয়ে দেখ। আমাকে আল্লাহ তা'লা এর মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ

হতে এসেছি। মন চাইলে গ্রহণ করো আর না চাইলে কোরো না– এটি তোমাদের ইচ্ছা। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং এর ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর আমার মান্যকারীদেরও এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের ফলে এ যুগে প্রেরণ করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের বিরোধিতার যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা হবে তা মসীহ্ মওউদ-এর জামা'ত হবে। তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করতে এবং ইসলামকে পুনর্জীবিত করতে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবে তা মসীহ্ মওউদ-এর জামা'ত হবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর মাধ্যমে হাদীসে মসীহ্ মওউদ-এর নাম ক্রুশ ধ্বংসকারী রেখেছেন, কেননা এটি সত্য যে, প্রত্যেক মুজাদ্দিদ চলমান নৈরাজ্য দূর করতে এসে থাকেন। আর বর্তমানে যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে চিন্তা করো তাহলে কি এ উপলব্ধি হবে না যে, ক্রুশীয় মুক্তির সমর্থনে কলম ও জিহ্বার মাধ্যমে সেই কর্মসম্পাদন করা হয়েছে। আলেমদের (লিখিত) পাতাগুলো যদি উলটেপালটে দেখা যায় তবে মিথ্যার উপাসনার স্বপক্ষে এহেন কার্যকলাপ অন্য কোনো যুগে সংঘটিত হয় নি। অন্য কোনো যুগে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর যেখানে ক্রুশীয় ফিতনার স্বপক্ষে সমর্থকদের লেখনী এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, সবদিকে খ্রিষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। সে যুগে অনেক বেশি ছিল। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, খ্রিষ্টানদের তবলীগ পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং মুসলমানরাও খ্রিষ্টানদের ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। পূর্বে কখনো এভাবে এত প্রকটাকারে তবলীগ হয় নি, যেভাবে সে যুগে হচ্ছিল। তাই একে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ-কে প্রেরণ করেন।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত তওহীদ, মহানবী (সা.)-এর মানসম্ভ্রম, সততা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব (তথা কুরআন) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তিমূলক আক্রমণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি কি এটি হওয়া উচিত ছিল না যে, তিনি সেই ক্রুশ ধ্বংসকারী ব্যক্তিকে নাযিল করবেন? চাহিদা তো এটিই ছিল যে, সে যুগের যা অবস্থা ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রুশ ধ্বংসকারীর আগমন হওয়া উচিত ছিল। যদিও বর্তমানে আমরা যে যুগে বসবাস করছি সেখানে খ্রিষ্টানদের ততটা প্রভাব বিদ্যমান নেই, কিন্তু এটা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর মানসম্ভ্রম, মর্যাদা এবং সততার ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে আর কুরআন করীমের ওপর আক্রমণও করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ অশোভনীয় আচরণও করছে, বেয়াদবি করছে– নাস্তিক হোক, কিংবা ধর্মহীন মানুষ, ইসলামবিরোধী হোক কিংবা কোনো ধর্মের সাথে সম্পৃক্তই হোক না কেন– এ কাজে সবাই অগ্রগামী। আর বর্তমানেও এটি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তেরই কাজ যে, তাদের মস্তক কর্তন করবে, তাদেরকে অকাট্য জবাব দেবে আর মহানবী (সা.)-এর সম্মান, মর্যাদা এবং সততাকে জগতের সামনে উন্মোচন করবে, অধিকন্তু কুরআন করীমের হিফাজতের কাজে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কি তাঁর প্রতিশ্রুতি 'ইন্না নাহনু নাযযালনায্ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযূন'– ভুলে গেছেন? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ্ তা'লা ওয়াদা করেছেন, আমি কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি তোমাদের সত্য

সত্য বলছি, আমি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসীহ্ মওউদ হিসাবে আগমন করেছি। চাইলে মান্য করো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করো, কিন্তু তোমাদের প্রত্যাখ্যান করাতে কিছুই হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্য মনস্থির করেছেন তা বাস্তবায়ন হবেই হবে, কেননা খোদা তা'লা বারাহীনে প্রথমেই বলে দিয়েছেন, সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া কানা ওয়াদাম্ মাফউলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল যা বলেছিলেন তা সত্য বলেছিলেন আর এ প্রতিশ্রুতি সত্য হবারই ছিল।

অতএব এটি নিশ্চিত বিষয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। প্রসার লাভ করারই ছিল এবং প্রসার লাভ করবে, কেননা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, যা সর্বশেষ ধর্ম। এটিকে আল্লাহ্ তা'লা বানিয়েছেন এবং তা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে, যদিও স্বজাতি বিরোধিতা করুক অথবা ভিন জাতি বিরোধিতা করুক। তাদের বিরোধিতা পরিশেষে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হবে।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা বলছ, কেন আগমন করেছেন? (বহু মুসলমান আপত্তি করে থাকে)। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা নিজেরাই বলো, মুসলমানদের আমল বা ব্যবহারিক জীবনের (অবস্থা কি) এর দাবি করে না যে, কোনো সংশোধনকারী হওয়া উচিত? মৌলভীরা ভীষণ হট্টোগোল করে, কেন আগমন করেছেন? নিজেদের ব্যবহারিক কর্ম তো দেখো। তোমাদের ব্যবহারিক কর্মই কামনা করছে। অতএব অন্যত্র তিনি (আ.) এর বিস্তারিত বলেন, মুসলমান নামধারীদের কর্ম যদি সৎ বা পুণ্য কর্ম হয় তবে এগুলোর উত্তম পরিণাম কেন সৃষ্টি হয় না? তিনি (আ.) বলেন, তারা বুঝে না আর বলে, আমাদের মাঝে ইসলাম পরিপন্থি কোন বিষয় আছে? আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি, নামাযও পড়ি, রোযার দিনগুলোতে রোযা রাখি, যাকাত আদায় করি, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আমি বলছি, তাদের সমস্ত কর্ম পুণ্যকর্ম হিসেবে নয় বরং শুধুমাত্র খোলসের ন্যায় হয়ে থাকে। একটি খোলস যার মাঝে কোনো সারবস্তু নাই। নতুবা এটি যদি পুণ্য কর্ম হয় তবে এর উত্তম পরিণাম সৃষ্টি হচ্ছে না কেন?

আল্লাহ্ তা'লার তো অঙ্গীকার রয়েছে, আমি পুণ্যকর্মের উত্তম পরিণাম সৃষ্টি করে থাকি, তাহলে তা কেন হচ্ছে না? মুসলমানদের অবস্থা, যা বর্ণনাতীত অবস্থা, বর্তমান যুগে এটা কি প্রকাশ করছে না, এটা কি বলছে না, কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে, কিছু না কিছু ঘাটতি আছে, কোনো না কোনো ত্রুটি আছে যার কারণে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হচ্ছে না? তিনি (আ.) বলেন, পুণ্যকর্ম তো তখন হবে যখন তা সকল প্রকার নৈরাজ্য ও চক্রান্ত থেকে পবিত্র হবে, কিন্তু তাদের মাঝে এই বিষয় আর কোথায়! দাবি তো করে- আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, কিন্তু কোনো তাকওয়া বা খোদাভীতি নাই। নিজের নিরীক্ষণ নিজেই করুন তবেই বুঝতে পারবেন এই বিষয়গুলো, এই মন্দকর্মগুলো তাদের মাঝে বিদ্যমান আছে কিনা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যুগের অবস্থা কোনো সংশধনকারীকে কামনা করে। বর্তমানেও তাদের একই স্লোগান, আজও কতিপয় মানুষ এই স্লোগানই দেয়- কোনো সংশোধনকারী থাকা উচিত। মুসলমানদের যে অবস্থা তাদের সংশোধনের জন্য কারো আবির্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাকে গ্রহণ করতে চায় না। অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, এই খ্রিষ্টানরা যেভাবে আক্রমণ করছে অথবা বিধর্মীরা আক্রমণ শাণছে বা নাস্তিকরা আক্রমণ রচনা করছে আর মুসলমানরা নিজেরা তাদের

আক্রমণের নিশানায় পরিণত হচ্ছে, নিজেরা ধর্ম থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে (এগুলো) এ বিষয়ের দাবি করছে যে, কোনো সংশোধনকারী হওয়া উচিত যিনি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন আর আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে সেই সংশোধনকারী হিসেবে আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের উচিত ছিল এরূপ অবস্থায় কোনো দলিলও যদি আমাদের কাছে না থাকত তবুও উন্মাদের ন্যায় অন্বেষণ করা যে, মসীহ্ (আ.) আজ পর্যন্ত কেন আগমন করেন নি। কোনো দলিলও যদি আমি না দিতাম তখনও যুগের অবস্থা দেখে তাদেরকে স্বয়ং অন্বেষণ করা উচিত ছিল। তাদের এটি উচিত ছিল না, নিজেদের ঝগড়াবিবাদের জন্য ডাকা কেননা তাঁর কাজ 'কাসরে সালিব' অর্থাৎ ক্রুশ ভঙ্গ করা। মসীহ্ (আ.) যখন আগমন করবেন তখন তাঁর খ্রিষ্টধর্মকে প্রতিহত করার ছিল, তাঁর নাস্তিকদের প্রতিহত করার ছিল, তাঁর বিধর্মীদের প্রতিহত করার ছিল আর এটাই যুগের জন্য আবশ্যক। সেই সময়েও যখন তিনি (আ.) দাবি করেছেন আর বর্তমানেও এর আবশ্যকতা রয়েছে। এজন্য তিনি (আ.) বলেন, আগমনকারীর নাম মসীহ্ মওউদ (আ.) রাখা হয়েছে। মোল্লাদের যদি মানবজাতির প্রতি মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা থাকত তবে ঘুণাক্ষরেও এমন করত না যে-রূপ আমাদের সাথে করছে। তাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল, যে আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তারা কি অর্জন করে ফেলেছে? যাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হও! তাকে কে না বলতে পারে? এরা যারা আমাদের বিরোধিতা করছে, তারা আমাদের চাকরবাকর। তারা আমাদের বার্তা কোনো না কোনো উপায়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। এসব বিরোধিতার মাধ্যমেও (জামা'তের) সংবাদ পৌঁছাচ্ছে এবং তাদের বিরোধিতা আমাদের তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম। অতএব এরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে ধ্বংস করতে যতই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুক কিন্তু তারা যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, তা জামা'তের প্রচারের কারণ হচ্ছে।

একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা মায়ের থেকেও বেশি দয়ালু। তিনি চান না যে তার সৃষ্টিকুল ধ্বংস হোক। তিনি তোমাদের জন্য হেদায়াত এবং আলোর পথ উন্মোচিত করতে চান। কিন্তু তোমাদের উচিত বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়া। যেভাবে জমিনকে যতক্ষণ পর্যন্ত হাল চালিয়ে প্রস্তুত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায় না। একইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র জ্ঞান ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হতে পারে না। এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ কৃপা করেছেন এবং স্বীয় ধর্ম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমর্থনে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন, যেন তিনি মানুষদের আলোর দিকে ডাকতে পারেন। এ যুগে যদি এ ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা না হতো, ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তা না করা হতো তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছো চতুর্দিক থেকে, ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে সর্বত্র ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তায় জাতিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কীভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। বর্তমানে আরও বেশি শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যদি ইসলামের বিরোধিতা না হতো তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আজ আমরা দেখছি যখন তিনি (আ.) অর্থাৎ ১৩৬ বছর পূর্বে দাবি করেছিলেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই অবস্থা (অর্থাৎ বিরোধিতা) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, আমাকে তোমরা বলে থাকো অর্থাৎ বিরোধীরা বলে যে আমি ব্যবসা খুলে বসেছি। কিন্তু আমার কোনো ব্যবসা নেই। মসীহ মওউদের কাজ হলো

ধর্ম প্রচার করা এবং একটি ধর্মীয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা। যদি এটিকে কেউ ব্যবসা নাম দিতে চায়, তাহলে এর নাম হবে ধর্মীয় প্রচেষ্টা। [তিনি (আ.) বলেন,] তোমরা যদি আমার নিকট সঠিক বিষয় জানতে চাও তাহলে জেনে রাখো, জাগতিক দিক আমি মৃতসদৃশ। জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যের নিরিখে আমাদের অবস্থা মৃতসদৃশ। আমরা তো শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করি। আমাদের সকল কার্যক্রম ধর্মীয় যেভাবে ইসলামে বুযুর্গ এবং ইমামরা সর্বদা ধর্মীয় কাজে ব্যাপৃত থাকে। আমাদের নতুন আর কোনো পদ্ধতি নেই। বরং লোকদের আকিদাগত রীতি বা পদ্ধতিকে দূর করতে চাই যা তাদের জন্য সকল দিক থেকেই বিপজ্জনক। সেই সকল বিশ্বাস তাদের হৃদয় থেকে দূর করতে চাই যা তাদের জন্য হুমকির কারণ। তাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই কেননা কিছু ভুল বিদআত প্রচলিত হয়েছে। কিছু ভুল বিদআত ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কাজ হলো এসব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং সত্যিকার ধর্ম যা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, তা আমরা প্রচলন করতে চাই। আর এটিই আমার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর একইভাবে অন্যান্য অসার ধর্মগুলোর সত্যতা জনসম্মুখে প্রকাশ করাও আমার লক্ষ্য। [তিনি (আ.) বলেন: অন্যান্য অসার ধর্মগুলোর সত্যতা জনসম্মুখে প্রকাশ করাও আমার দায়িত্ব এটিই আমার উদ্দেশ্য]। ইসলামের নূরকে দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদা জগতে প্রতিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য।

তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর সম্মানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: স্মরণ রেখো! কুরআন করীম প্রেরণ এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এটিই চেয়েছেন যে, এগুলো যেন বিশ্বজগতের ওপর মহান কৃপার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। যেমনটি তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (সূরা আম্বিয়া: ১০৮) অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ প্রেরণের উদ্দেশ্য বলেছেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (সূরা বাকারা: ০৩) (মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ)। অর্থাৎ এ এক এরূপ মহান উদ্দেশ্য যার তুলনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, সমস্ত স্তরের পরিপূর্ণতা যা নবীকূলের মাঝে ছিল তা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায় একীভূত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত গুণাবফল ও পরাকাষ্ঠা যা বিভিন্ন কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল তা কুরআন শরীফে প্রথিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি যে পরিমাণ যোগ্যতা (পূর্ববর্তী) সমস্ত উম্মতগুলোতে ছিল তা এ উম্মতে একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং খোদা তা'লা চেয়েছেন যেন আমরা সেই সমস্ত পরাকাষ্ঠা লাভ করি। একইসাথে এ বিষয়টিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যেভাবে মহা পরিপূর্ণতা তিনি আমাদেরকে দান করতে চেয়েছেন অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে শক্তি-সামর্থ্যও দান করেছেন, কেননা যদি সে অনুযায়ী সামর্থ্য না দেওয়া হয় তাহলে আমরা সেই পরাকাষ্ঠা কোনোভাবেই লাভ করতে পারব না।

সুতরাং যখন খোদা তা'লা আমাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন আর এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যেন তা লাভে সব ধরনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করি আর তিনি (আ.) এটিই বলেছেন যে, আমার এ জগতে আগমনের উদ্দেশ্য এটিই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ দিকেই উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং তাদের কথা চিন্তা করো এবং দেখো যে, আমার বিরোধিতার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা ও তাঁর আনিত শরীয়ত বিশ্বব্যাপি কীরূপে প্রচার করতে পারি? তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) পরিপূর্ণ নবী। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী প্রেরণ করেছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরিফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন

আর একইভাবে সেই কিতাব তাঁর প্রতি অবতরণ করেন যা সমস্ত কিতাবসমূহের সমষ্টি ও সমস্ত কিতাবসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যিনি খাতামুন্নাবীঈন আর তার মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কাউকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। এরূপভাবে নিঃশেষ করা গর্বের বিষয় নয় বরং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়্যত পরিসমাপ্তি ঘটার অর্থ হলো, প্রকৃতিগতভাবে তার মাধ্যমে নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা শেষ সীমায় উপণীত হয়েছে অর্থাৎ, সমস্ত গুণাবলির পরিপূর্ণতা যা আদম থেকে শুরু করে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম পর্যন্ত নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে; কাউকে কতক বৈশিষ্ট্য আবার কাউকে কিছু বৈশিষ্ট্য তার সবগুলো মহানবী (সা.)-এর মাঝে একীভূত করা হয়েছে আর এভাবে তিনি নিশ্চিতভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন হলেন এবং অনুরূপভাবে সেই শিক্ষামালা, নির্দেশনাবলি এবং তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন পুস্তকাবলিতে লিপিবদ্ধ ছিল তা কুরআন শরীফে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর এভাবে কুরআন শরীফ খাতামুল কিতাব আখ্যা পেল।

সুতরাং তিনি (আ.) বলেন, এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার প্রতি ও আমার জামা'তের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে খাতামুন্নাবীঈন মানি না এটি একটি ডাহা মিথ্যারোপ। আমরা যে দৃঢ়তা, বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির সাথে মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন মানি এবং বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের এই যোগ্যতাই নাই যে, তারা এর গূঢ়তত্ত্ব এবং রহস্য যা খাতামুল আম্বিয়া এবং খতমে নবুয়্যতের মাঝে রয়েছে তা অনুধাবন করবে। তারা কেবল পিতাপিতামহ থেকে একটি শব্দ শুনেছে, বরং এর অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ আর জানে না যে, খতমে নবুয়্যত কী এবং এর ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ কী? কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানে যা আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন বিশ্বাস করি এবং খোদা তা'লা আমাদের নিকট খতমে নবুয়্যতের তত্ত্বকে এরূপভাবে উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, এ তত্ত্বজ্ঞানের সুধা থেকে যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে তাতে এক বিশেষ স্বাদ লাভ করি যা কেউ অনুমানও করতে পারে না, তারা ব্যতিরেকে যারা এ ঝরনা থেকে পরিতৃপ্ত হয়।

অতএব, এই হলো তাঁর শিক্ষা, এবং তাঁর অবস্থান আর এটাই তাঁর উদ্দেশ্য, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেছিলেন এবং যার জন্য তিনি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর যার জন্য তিনি জামা'তের সদস্যদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে এই বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দাও আর ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হবে না যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করো। পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করো। আর এটিই ছিল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য আর এটাই এই ধর্মের গুরুত্ব। আমরা যদি এই ধর্মের গুরুত্ব বুঝতে পারি এবং নিজেদেরকে বয়আতের অঙ্গীকার পালনকারী মনে করি, তাহলে আমাদেরকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং যখন আমরা এই কাজগুলো করব তখন আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করব যেটি আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং যে লক্ষ্যটি আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্যের মাঝে নিহিত আর এর ফলে আমরা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনকারী হবো। রমযানের দিনগুলোতে দোয়ার মাধ্যমে, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে আর পবিত্র কুরআন শেখার মাধ্যমে এবং বাস্তবে বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে যাতে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করতে

পারি এবং বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করাতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে, আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার আহ্বান করতে চাই। আল্লাহ্ তাদের অবস্থা শান্তিময় করুন। আজকাল বিরোধীরা সর্বশক্তি দিয়ে তাদেরকে সব ধরনের কষ্ট দেবার চেষ্টা করছে, কখনো মসজিদের মিনারের নামে, কখনো মেহরাবের নামে আবার কখনো নামায আদায়ের নামে অর্থাৎ যে কোন বাহানায় তারা কষ্ট দিচ্ছে। তাদের তো উদ্দেশ্য একটাই অর্থাৎ যে-কোনো উপায়ে আহমদীদের ক্ষতি করা হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সুরক্ষা দান করুন।

সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রজ্ঞা ও বিবেক দান করুন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করুন এবং তাদের প্রতি করুণা করুন। ফিলিস্তিনে মুসলমান যারা রয়েছে তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এই অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দান করুন আর তাদের প্রতি কৃপা করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)